দৈনিক সংবাদ

JAN. 07 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা .. ৩ .. কলাম ... ... ৩ ...

চাঁদপুর কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে উঠেছে নিয়ম ছাড়া অর্থ আদায়

শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ, চাঁদপুর থেকে ঃ ১৯৯৫ সালে চাঁদপুর কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কারিগরি নামে বিষয়টি তুলে দেয়ায় কারিগরি শিক্ষা ভেস্তে গেছে। নামে কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় হলেও কারিগরি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এটিতে এখন নেই। অনিয়মতান্ত্রিকভাবেই ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। যতদূর জানা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং চাঁদপুরবাসী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করেই ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি চাঁদপুর কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সারাদেশের ৪টি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে এটি একটি। এর মধ্যে দুটি উচ্চ বিদ্যালয়কে কারিগরি কলেজ হিসেবে ইতোমধ্যেই উন্নীত করা হয়েছে। প্রায় ১৫ একর ভূমির ওপর স্থাপিত এ বিদ্যালয়টিতে ৩ তলাবিশিষ্ট একটি মূল ভবন রয়েছে। যাতে ১৫টি শ্রেণীকক্ষসহ ১টি শিক্ষক মিলনায়তন, ১টি প্রধান শিক্ষক কক্ষ, ১টি অফিস কক্ষ, ১টি কমন রুম, ১টি ওয়ার্কশপ, প্রধান শিক্ষকের জন্য ১টি বাসভবন, ১শ' ছাত্র বসবাসের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১টি ছাত্রাবাস, তত্ত্বাবধায়কের বাসভবন ও ১টি ব্যায়ামাগার রয়েছে। বর্তমানে এখানে ২৪ জন শিক্ষক, ১ জন অফিস সহকারী, ৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও প্রায় ৪শ' ৫০ জন ছাত্র রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কারিগরি শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া হলেও ১৯৯৫ সালে কারিগরি বিষয়টি তুলে ঐচ্ছিক করা হয় সরকারি কারিক্যুলাম অনুযায়ী। ফলে বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয় বিধায় ছাত্রীরা তা নিচ্ছে না কিংবা আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকও বসে রয়েছে। অন্যদিকে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়ার্কশপটি অব্যাহত থাকায় এর ভেতরের সকল যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ কারিগরি কলেজ হিসেবে রূপান্তর করার সকল যোগ্যতাই এর রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে গত সরকার এটিকে কারিগরি কলেজে উন্নীত করার জন্য ঘোষণা দিলেও এর কার্যক্রম কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা জানা যায়নি। এদিকে এটিকে একটি সরকারি মহিলা কলেজ কিংবা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা সম্ভব হলে এখানে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন সম্ভব।

প্রায় ৪/৫শ' শিক্ষার্থী শুধুমাত্র এর চারপাশ থেকেই বিভিন্ন স্কুল কিংবা কলেজে পড়ালেখা করছে। এতে স্থানীয় ছাত্রীরা নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার বলে স্থানীয় ক'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি মতামত প্রকাশ করেছেন এবং অভিভাবকদের অতিরিক্ত অর্থ অপচয় হচ্ছে ও ছাত্রীদের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। অভিভাবকদের মতে এটিকে নারী শিক্ষার জন্য ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করলে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব।

এদিকে কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে জানা যায়। প্রধান শিক্ষিকা চন্ডি রানী দে'র প্রদত্ত বেপরোয়া বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে ভয়ে কোন শিক্ষক-কর্মচারী মুখ খুলছে না। খেলাধুলা, কমনরুম, টিফিন, স্কাউট, মিলাদ, ম্যাগাজিন, উন্নয়ন, কম্পিউটার ক্রয়, বাগান, ছাপাখানা, মিলাদ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং বিবিধ বেসরকারি খাতে প্রচুর অর্থ ছাত্রদের কাছ থেকে বার্ষিক সেশন চার্জ হিসেবে আদায় করা হচ্ছে, যা অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কোন আদেশ নেই বলে জানা যায়। একজন শিক্ষক ও ১ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেছেন, বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা কচুয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিভাবে এ স্কুলে তিনি বদলি হলেন তা বোধগম্য নয়। তিনি স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়কৃত বিভিন্ন উৎসের আয় কোন খাতে ব্যয় করছেন তা শিক্ষক-কর্মচারীরা জানেন না বলে তারা অভিযোগ করেছেন। এ আয় থেকে তিনি তার বাসার ব্যক্তিগত কর্মচারীকেও বেতন দিচ্ছেন মাসে মাসে।

এ ব্যাপারে কুমিল্লার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জনৈক কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উল্লেখিত খাতে ছাত্রদের কাছ থেকে কোন প্রকার টাকা আদায় সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে এমন কোন প্রমাণপত্র আমাদের কাছে পেশ করতে পারলে অবশ্যই বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, দেশের রাজস্ব খাতের অর্থ থেকেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয়ভার বহন করা হয়। কোন প্রকার অনিয়ম গ্রহণযোগ্য নয়।